সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা চৈত্র বুধবার, ১৩৭২ ইং 16th Mar. 1966 | ৪২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
C. P. Seave

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
সুলভ ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা চৈত্র বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

জেঠা মশায়ের ইক্ষু ভাগ

—০—

দুটি ভাই এক অন্নে বেশ মিলেমিশে বাস করছে। বড় ভাই সব বিষয়ে কর্তৃত্ব করে। ছোট ভাই দাদার কথার বাহিরে এক পাও চলে না। যা করে দাদা, তাতে কখনও কোন ওজর আপত্তি করে না। দাদার একটি ছেলে নাম গণপতি, ভাই-এর ছেলেও একটি। দাদার গণপতি চেয়ে এক বছরের ছোট। নাম তার ধনপতি। নামে নামে যেমন মিল আছে, দুই ভাই-এর মধ্যে কখনও ঝগড়া বিবাদ হয় না, বেশ মিলেমিশে পাঠশালায় যায়, এক সঙ্গে খেলাধুলা করে। গণপতির বাবা ধনপতির জেঠা-মণি তাদের আখ কেনার জন্য ৵০ আনা পয়সা দিয়েছে। দুই ভাই এক আনা দিয়ে আখওয়ালার কাছে একগাছি আখ কিনে বাড়ী এসে ভাগ করে খাবে। আখগাছি ধনপতি ঘাড়ে নিয়ে জেঠামণির কাছে দিয়ে বল্‌লে "জেঠামণি! আমরা আখ ভাঙতে পারলাম না। তুমি এই আখখানাকে দুভাগে ভাগ করে আমাদের দাও। আমরা খাব।" ধনপতির বাবা অর্থাৎ জেঠামণির ছোট ভাইও সেখানে উপস্থিত আছে। জেঠামণির ডানদিকে আছে তার ভাইপো ধনপতি, আর বাঁদিকে আছে তার ছেলে গণপতি। আখখানার গোড়া আছে ধনপতির দিকে আর আগা আছে গণপতির দিকে। জেঠামণি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখছে ভাই তার আখ ভাগ করার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হ'য়ে আছে। দাদা আখখানি ভেঙে যে দিকে যে ছেলে আছে সেইভাবে যদি টুকরো দুটো দেয়, তবে গোড়ার দিক অর্থাৎ যে অংশ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট সেটা পড়ে ধনপতির ভাগে আর আগার অংশ যা খেতে পান্‌সে তা পড়ে নিজের ছেলে গণপতির ভাগে, তখন হাত দুটোকে × এই রকম এড়ো-এড়িভাবে রেখে গোড়ার অংশ নিজের ছেলেকে এবং আগার পান্‌সে অংশটা ভাই-এর ছেলেকে দিলে। ধনপতির বাবা আড়চোকে নজর করে দাদার স্নেহদৌর্ব্বল্যের দরুণ পক্ষপাতিত্ব উপলব্ধি ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লে—দাদা, আর একত্র থাকা চলে না। কেন চলে না, তা নিজে নিজে ভেবে দেখ, এই সামান্য আখগাছি ভাগ করে নিজের ছেলে আর আমার ছেলের মধ্যে যে পার্থক্য দেখালে তাতে যে কেউ বুঝবে তোমার বিচার নাই। কাজেই পৃথক হওয়াই ঠিক। দাদার মনের অগোচর নাই কিছু। তার মুখে কথাটি নাই। পরদিন পৃথক হ'তে বাধ্য হলো।

খাদ্য আদেশের সংশোধন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য (সংস্থাসমূহ কর্তৃক খাদ্য পরিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা) আদেশ, ১৯৬৫ এর বিধানাবলী সংশোধন করেছেন। এই আদেশ ১৯৬৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী থেকে খাদ্য পরিবেশন সংস্থাগুলির উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল যে তাঁরা সোমবার বিকাল ৩টার পর তণ্ডুলবিহীন খাদ্য ও পানীয় ছাড়া অন্য কোন খাদ্য পরিবেশন করতে পারবেন না।

বর্ত্তমান সংশোধনের ফলে কোনও "খাদ্য পরিবেশন সংস্থা" এখন থেকে সোমবার বিকাল ৩টার পর পানীয় এবং কেবল বাদাম, ফল, আলু-ভাজা, ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্য সমন্বিত খাবার ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য পরিবেশন করতে পারবেন না। কোনও আবাসিক হোটেল বা এ ধরণের কোনও স্থানে আবাসিক বোর্ডারগণের যে খাদ্য পরিবেশন করা হয় সে ক্ষেত্রে অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে
মুক্তহস্তে দান করুন

বর-যাত্রা

বাঙ্গালীর ছেলে বিয়ে করতে যায় বরবেশে। মাথায় টোপর, ললাটে চন্দনের অলকা-তিলকা। গলায় ফুলের মালা। পরণে গরদের ধুতি-চাদর। কারও হাতে দর্পণ, কারও বা জাঁতি। পল্লী অঞ্চলে বরের যান হল শিবিকা। শহরে পালকির চলন উঠে গেছে। সুতরাং বর যায় মোটরে—কোনটি ফুল দিয়ে সাজানো, কোনটি বা সাদাসিধে। সঙ্গে বরকর্তা, নাপিত, পুরোহিত ছাড়াও গিয়ে থাকেন অনেক বরযাত্রী, যাঁরা হচ্ছেন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব।

মনে হয়, বরবেশটা আসলে হচ্ছে রাজবেশ। বর যায় রাজা সেজে। টোপরটি রাজ-মুকুটের অনুকরণ হবে হয়ত। অলকা-তিলকা শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত প্রিয় প্রসাধন। এবং দর্পণটি হয়ত তাঁর সুদর্শন চক্র। (জাঁতি কি করে এলো, কে জানে) আর বরযাত্রীদল সম্ভবত সেকালের রাজসৈন্যদলের অনুকরণ। সেকালে রাজপুত্রেরা বিবাহ করতে যেতেন সৈন্যদল নিয়ে। অনেক সময় যুদ্ধ করেই কন্যা হরণ করে নিয়ে আসতেন। যেখানে আপোষে বিবাহ সম্পাদিত হত, সেখানেও রসিকতা সূত্রে মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ যে বাধত না তা বলা যায় না।

বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাপক্ষের গোলযোগ আমাদের দেশেও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। এখন যে সেটা একেবারেই গেছে তা বলতে পারি না, তবে সাধারণতঃ গোলযোগ বড় একটা ঘটে না। মোট কথা, বিবাহটা সেকালে একটা আধা সামরিক ব্যাপার ছিল বলা যেতে পারে। এগুলো হয়ত তারই চিহ্ন। সেজন্য সেকালে বরের যানও ছিল পালকি নয়, মোটর নয়, ঘোড়া। যেটা হল একেবারে সামরিক যান। রাজপুতনায় অনেক জায়গায় এখনও বর ঘোড়ায় চড়েই বিয়ে করতে যায়।

দেশে ঘোড়ার চলন এখন একেবারেই কমে গেছে। এমন কি ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াও আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন শহরে মোটর। আরামদায়ক দ্রুতগামী যান। কিন্তু তাতেও

মাঝে মাঝে বিপর্যয় ঘটে ; যেমন ১০ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘটের দিন ঘটেছিল। ধর্ম্মঘট, সুতরাং সমস্ত প্রকার যানবাহন বন্ধ। গায়ে হলুদ হয়ে গেছে, বিয়ে করতে যেতেই হবে। বর চলে গেল সাইকেলে, বরযাত্রীরাও। চমৎকার একটি সাইকেলের বিবাহ মিছিল! সাইকেলের কেরিয়ারে বউকে নিয়ে পরদিন বর সগৌরবে ফিরল!

কি আর করা যায়? প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থা সর্ব্বদেশেই আছে। পরবর্তী ধর্ম্মঘটের দিন হয়ত দেখতে পাব বধূ স্কুটার কিংবা মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বর নিয়ে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করছে। এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। সুভদ্রা-হরণ করে অর্জ্জুন যখন ফিরছিলেন তখন রথ চালিয়েছিলেন সুভদ্রা। সহস্র বৎসর পরেও সেই দৃশ্য এখনও আমরা সগৌরবে স্মরণ করি। হাওয়ার যে রকম দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাতে এ রকম সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্যে আমাদের হয়ত বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। —"আনন্দ-বাজার"

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েসন

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েসনের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৩১-৩-৬৬, যাঁহারা সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ৫ টাকা সভ্য-চাঁদাসহ যুগ্ম-সম্পাদকের সহিত ২৪নং গ্র্যাণ্ট হল রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

নবদম্পতিসহ তিনজনের মৃত্যু

১৩ই মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মহেশতলার পারবাংলার কাছে একটী বরযাত্রী দলের মোটর গাড়ীতে আগুন লেগে যায়। আগুনে পুড়ে নবদম্পতি সহ তিনজন মারা গিয়েছেন। আহত সাতজন। বরযাত্রীদের গাড়ীটি বজবজের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় একটি রিকসার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এবং গাড়ীর পেটরোল ট্যাঙ্ক ফেটে আগুন ধরে যায়। গাড়ীটিও পুড়ে গিয়েছে। আহতদের মধ্যে রিক্সা চালকও আছেন।

গঙ্গা

বর্দ্ধমানের প্রাচীন কবি নীলকণ্ঠ বিরচিত গঙ্গার স্তব :—

সুর শৈবলিনী জগৎ জননী
শঙ্করমৌলিনিবাসিনী গঙ্গে।
মম পাপাটবী ছেদ মা জাহ্নবী
কৃপাণ-স্বরূপ কৃপা-অপাঙ্গে।
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা সব লোকে গায়
কিন্তু কি আশ্চর্য্য—কার্য্যে দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়
বিষ্ণুলোক পায় পাপাঙ্গে॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণগরিমা
বিধি বিষ্ণু হর দিতে নারেন সীমা
আমি জ্ঞানহীন কেমনে বর্ণি, মা,
অপার মহিমা তব তরঙ্গে।
তব তীরে স্নান, তব নীরে স্নান,
তব জলপান, তব রূপধ্যান
যে করে জগতে সেই পুণ্যবান
শুনি মা পুরাণ প্রসঙ্গে॥
তব তীরে এই সরট কচ্ছপ
কিংবা তব নীরে কুম্ভীর কমঠ,
সেও ভাগ্য মানি তট সন্নিকট
জন্মি, মা যদিও কীট পতঙ্গে।
(নীল) 'কণ্ঠ' কয় যেদিন স্মরি অম্বিকায়
মিশাবে এ দেহ পঞ্চভূতাত্মায়
সেদিনে এ দীনে রেখো রাঙা পায়
ভাসে যেন কায় তব তরঙ্গে॥

বাংলা বন্ধ দিবস উপলক্ষে
জঙ্গিপুরে হরতাল

গত ১০ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরে দোকানপাট, হাটবাজার, যানবাহন সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হইয়া যায়। সরকারী অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খোলা থাকিলেও সেখানে লোকজন যাতায়াত করে নাই। বিক্ষোভ মিছিল সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে কিন্তু কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ সদর ঘাটে জঙ্গিপুরের অন্যতম য়্যাডভোকেট শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহু লোকের সমাবেশে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব্বশ্রী দেবব্রত ঘোষাল, বরুণ রায়, সুধীরকুমার মুখার্জ্জী, মহম্মদ তোফজ্জল হোসেন, জিতেন্দ্র সাহা, বীরেন্দ্র চৌধুরী, ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জ্জী, গঙ্গাধর সিংহ রায় প্রভৃতি বক্তাগণ ও সভাপতি মহাশয় সরকারী খাদ্যনীতি ও কেরোসিন তৈলের বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।

মহকুমা শাসক, মহকুমা আরক্ষাধ্যক্ষ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রত পুলিশ অফিসারগণ বিশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে কার্য্য করায় কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হয় নাই।

সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ভদ্র মহিলা, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী-গণ অনশন করেন।

স্থানীয় "ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ে"র কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবরুণ রায় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ধুলিয়ানে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আক্রমণ করে। তাহারা কয়েকটা কামরায় আগুন দেয়, মাল গুদাম লুট করে এবং আই, ডব্লিউ অফিস পুড়াইয়া দেয়। উন্মত্ত জনতাকে সংযত করার জন্য পুলিশ ও রেলরক্ষীবাহিনী কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার ও লাঠি চালনা করে।

বহরমপুর জেলা পরিষদ অফিসের ষ্টোর রুম ও ঔষধের ঘরে অগ্নি সংযোগ করায় ঘরখানি ভস্মীভূত হইয়াছে। জেলা-শাসক কৃষ্ণনগরে ফোন করিয়া দমকলকে জরুরী আহ্বান জানান মধ্যরাত্রে দমকল আসিয়া পৌছিলে আগুন নিভানো হয়। এই ঐতিহাসিক বাড়ীটির বহু ক্ষতি হইয়াছে।

কর্ডন আইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার

গত ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার কর্ডন আইন ভঙ্গ করিয়া ঐ এলাকা হইতে চাউল আনার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করায় সর্ব্বশ্রী সুধীর মুখার্জ্জি, শচীন সেন গুপ্ত, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ধর, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বীরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া বহরমপুর পাঠান হইয়াছে।

১৬ই মার্চ্চ বুধবার রঘুনাথগঞ্জ শহরে মাইক-যোগে সরকারী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে ঘোষণা করার জন্য স্কুলের ছাত্র শ্রীপ্রদ্যোত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামল সাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও গোডাউন
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-[illegible]

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।